উচ্চারণ-১ উচ্চারণঃ ১.ক. ‘অ’ ধ্বনি উচ্চারণের যে-কোন পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ বর্ণনা করো।

১ এর ক. সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর

১. সাধারণত স্বাধীন ‘অ’কার বা ব্যঞ্জনে যুক্ত ‘অ’কারের পরবর্তী অক্ষরে ই বা উ ধ্বনি থাকলে, উক্ত ‘অ’ কার ‘ও’ কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন- অতি- ওতি, নদী- নোদি, মধু- মোধু, বধূ- বোধু।

২. ‘অ’ কারের পর ‘য’ ফলা থাকলে অ-কার ও- কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন- সত্য-শোত্ তো, অদ্য- ওদ্ দো, ইত্যাদি।

৩. ‘অ’ কারের পর ‘ক্ষ’ থাকলে ‘অ’ কার ও কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন- অক্ষ- ওক্ খো, কক্ষ- কোক্ খো ইত্যাদি।

৪. শব্দের আদিতে র- ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের ‘অ’ ধ্বনি ও-কার হয়। যেমন- ক্রম-ক্রোম্ , গ্রহ- গ্রোহো, শ্রবণ- স্রোবোন্ , ইত্যাদি।

৫. এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের শেষে ‘ন’ ধ্বনি (ন/ণ) থাকলে ‘অ’ এর উচ্চারণ ‘ও’-কার হয়।যেমন- জন- জোন্ , মন- মোন্ ।

১.ক) ২. ‘এ’ ধ্বনি উচ্চারণের যে-কোন পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। (সি.১৬,১৭/ স.১৮,)

১.ক)২. সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর

বাংলায় ‘এ’/এ-কার এর লিখিত রূপ একটি হলেও উচ্চারিত রূপ দুটি। এর একটির উচ্চারণ নিজস্ব। তাহলো এ-র অবিকৃত বা সংবৃত উচ্চারণ। যেমন: এরূপ-এরূপ, দেশ-দেশ্, শেষ-শেশ্ এ-র অপর উচ্চারণ বিবৃত(অ্যা)। যেমন: এক- অ্যাক্, খেলা- খ্যালা। নিচে এ-র অবিকৃত (সংবৃত) ও বিকৃত (বিবৃত) উচ্চারণর সূত্রগুলো উদাহরণসহ আলোচনা করা হলোঃ

১. শব্দের প্রথমে যদি ‘এ/এ-কার থাকে তারপর ই/ই-কার, ঈ/ী-কার,উ/ু-কার , ঊ/ূ-কার,এ/এ-কার,ও/ও-কার, র,ল,শ,হ,য় থাকলে সাধারণত ‘এ’ অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন: মেকি- মেকি, বেঙ্গমী-বেঙ্ গোমি, খেয়া-খেয়া, তেল-তেল্, দেহ- দেহো, রেণু- রেনু, দেখে- দেখে ইত্যাদি।

২. শব্দের আদ্য এ-কার এর পর যদি ং, ঙ , কিংবা ঙ্গ থাকে এবং তারপর ‘ই’ (হ্রস্ব বা দীর্ঘ), উ(হ্রস্ব বা দীর্ঘ) অনুপস্থিত থাকে তবে সেক্ষেত্রে ‘এ’ কার, অ্যা-কারে রূপান্তরিত হয়। যেমন: টেংরা-ট্যাঙ্ রা, লেংরা- ল্যাঙ্ রা, বেঙ্গমা- ব্যাঙ্ গোমা, ইত্যাদি।

৩. এ - কার যুক্ত একাক্ষর (monosyllable) ধাতুর সঙ্গে আ- প্রত্যয় যুক্ত হলে, সাধারণত সেই এ-কারের উচ্চারণ ‘অ্যা’ কার হয়ে থাকে। যেমন: খেলা- খ্যালা, ক্ষেপা- খ্যাপা, দেখা- দ্যাখা ইত্যাদি।

৪. সংখ্যাবাচক শব্দের গোড়ায় এ থাকলে সাধারণত তার উচাচারণ ‘অ্যা’ হয়। যেমন: এক-অ্যাক্ ,এগার- অ্যাগারো, একান্ন-অ্যাকান্ নো ইত্যাদি।

৫. একাক্ষর (monosyllable) সর্বনাম পদের ‘এ’ কার সাধারণত স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ অবিকৃত ‘এ’ -কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: কে- কে, সে- শে, এ- এ, যে- জে ইত্যাদি।